এশিয়াই কেন অস্ত্রবাজারের মূল লক্ষ্য?

যুগান্তর

এশিয়াই কেন অস্ত্রবাজারের মূল লক্ষ্য?

আবু তাহের খান

১২ জুন ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সূচনা ইউরোপে হলেও শেষ পর্যন্ত তা এশিয়াতেই বিস্তার লাভ করেছিল সর্বাধিক। যুদ্ধের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা, সংগঠক ও অংশীদার আটলান্টিকের অপর পারের দেশ যুক্তরাষ্ট্র হলেও ওই একটি মাত্র দেশ ছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিকের কোনো দেশই ওই যুদ্ধে অংশ নেয়নি। এমনকি যুদ্ধের সূচনাকারী ইউরোপও ক্রমান্বয়ে তা থেকে বেরিয়ে এসে সেটিকে এশিয়ার দিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাতে তারা পরিপূর্ণভাবে সফলও হয়। এ সাফল্য শুধু এ কারণে নয় যে, তারা ওই যুদ্ধব্যয়ের সিংহভাগই এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বরং তা এ কারণেও যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদানের মতো চূড়ান্ত ক্ষতির বড় ভাগটিও তারা এশিয়ার কাঁধেই চাপাতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, ওই যুদ্ধে প্রাণহারানো প্রায় সাড়ে ৮ কোটি মানুষের সিংহভাগই ছিল এশীয়।

এই যে ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ, তা কি শুধু ভার্সাই চুক্তি-উত্তর পরিস্থিতি কিংবা জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ কিংবা হিটলারের ক্রমেই আরও যুদ্ধংদেহী ওঠার কারণেই বেধেছিল? মোটেও না। প্রচলিত আলোচনায় এগুলোকেই যুদ্ধের দৃশ্যমান মূল কারণ বলে মনে হলেও এর প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র, যার সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ অস্ত্র উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর নিবিড় যোগসাজশই ছিল মুখ্য। এদিকে পশ্চিমা গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক খবরাখবর ও বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা ও চীন নানাভাবে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন করে ওঠেপড়ে লেগেছে। আর তাদের সঙ্গে অনেকটা নতুন করে যুক্ত হয়েছে জাপান, ভারত ও রাশিয়া। আর কিছুটা দূর থেকে হলেও এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে ব্রিটেন ও ইইউভুক্ত দেশগুলোর একটি বড় অংশ।

আপাতদৃষ্টিতে এ পরিস্থিতিকে স্নায়ুযুদ্ধের অনুরূপ বলে মনে হলেও আসলে তা যতটা না স্নায়ুর চাপ বা ক্ষয়জনিত ব্যাপার, তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাজনিত পরিস্থিতিতে অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিক্রি বাড়িয়ে আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে মন্দাবস্থা মোকাবিলার কৌশল। অস্ত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা দেশগুলোর দিক থেকে এ ধরনের উৎসাহ ও উদ্যোগ থাকতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অস্ত্রের উৎপাদক ও বিক্রেতাবহির্ভূত অন্য দেশগুলো এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন? আসলে এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ নিবন্ধে আলোচনার অন্তর্গত মূল সূর, যা থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যের সারকথা মূলত দুটি-এক. বিশ্বের ক্ষমতাধর বড় দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর উপায় হিসাবে পৃথিবীর নানা স্থানে কৌশলগত সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো; এবং দুই. সৃষ্ট পরিস্থিতিতে উত্তেজনাসংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত দেশগুলোর ক্ষমতাসীন শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দেশগুলোর সমর্থন ও আশীর্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে ওই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে, যার মূল অর্থ হচ্ছে আশীর্বাদ বর্ষণকারী দেশগুলোর পরামর্শে ও আগ্রহে তাদের সঙ্গে আরও বেশি করে আত্মঘাতী সামরিক চুক্তি ও সমঝোতায় আটকে যাওয়া।

উল্লিখিত সামরিক চুক্তি ও সমঝোতার ফলাফল হচ্ছে, অস্ত্র উৎপাদক দেশগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবহারকারী দেশগুলোর আরও বেশি করে অস্ত্র কেনা, তাদের সামরিক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তোলা ও তাদের অনুগত রাখার চেষ্টা করা এবং সামরিক কৌশলগত এলাকাগুলোকে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ কর্তৃক অবাধে ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। আর এ অবাধ ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়ার মানে হচ্ছে গ্রহীতা দেশগুলোকে অস্ত্রের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য পণ্যেরও বাজারে পরিণত হতে দেওয়া। গ্রহীতা দেশগুলোর শাসকরা সাময়িকভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এসব করলেও শেষ পর্যন্ত এটিই যে হয়ে দাঁড়াবে

ফিলিপাইনের রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জেনারেল ফার্ডিনান্ড মার্কোস (১৯১৭-১৯৮৯) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেসব সামরিক চুক্তি করেছিলেন, তার খেসারত হিসাবে দেশটি এখন অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের আধা-উপনিবেশ এবং সেখানকার সামাজিক-সংস্কৃতির নানা অমর্যাদাকর অনুষঙ্গের জন্য সেখানে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের দায় সর্বাধিক বলে মনে করা হয়। বর্তমানে এ অঞ্চলের অন্য যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া বা ভারতের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করেছে বা আরও চুক্তির পথে এগোচ্ছে, তারাও তাদের দেশকে বস্তুত ফিলিপাইনের পথেই নিয়ে যাচ্ছে।

মার্কোস সারা জীবন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি (তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৬৫-১৯৮৬) এবং কেউ তা পারেও না। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু এ শাসকরা নিজেদের হীন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে যেয়ে নিজ দেশের জন্য যে স্থায়ী ক্ষতি বয়ে আনেন, পরবর্তী সময়ে সেসব দেশের জনগণকে যুগ যুগ ধরে তার খেসারত দিয়ে যেতে হয়। এশিয়ার এ অঞ্চলের যেসব দেশের শাসকরা আজ মার্কোসের পথে এগোচ্ছেন, তারা বস্তুত ওইসব দেশের জন্য স্থায়ী ক্ষতিই বয়ে আনছেন। মার্কোসের মতো তারাও একসময় থাকবেন না। কিন্তু সাময়িকভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের অনুসৃত মার্কোসীয় কৌশল শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য স্থায়ী ঘৃণারই কারণ হয়ে ওঠবে! তবে কে তাদের সেটি বোঝাবে?

এশিয়ার এ অঞ্চলে নিজ নিজ সামরিক কৌশলগত অবস্থান শক্তিশালী করা ও অস্ত্র বিক্রির প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমের বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের আঞ্চলিক মিত্রদের নিয়ে যেভাবে এ অঞ্চলের দুর্বল গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করছে, তাতে সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা শিগগিরই থামবে বলে মনে হচ্ছে না। আর এ সুযোগে দেশগুলোর অর্থনীতিও যে ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর মতো ভয়ংকর প্রতিষ্ঠানের কাছে অধিক হারে জিম্মি হয়ে পড়বে, তা-ও প্রায় অবধারিত। এ অবস্থায় এশিয়ার উল্লিখিত দুর্বল গণতন্ত্রের দেশগুলোর গণতান্ত্রিক কাঠামো যে নিকট ভবিষ্যতের দিনগুলোয় আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর তেমনটি হলে অস্ত্র বিক্রেতাদেরই সমূহ লাভ এবং এ কারণে সেটিই যে তাদের কাছে অধিক কাম্য, তা বোঝার জন্য কারোরই তেমন একটা বেগ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ক্ষমতার নেশা এমনই অদ্ভুত যে, দেশ ও দেশের জনগণকে ডুবিয়ে হলেও ওইটি তাদের চাই-ই!

শেষ ভরসা তাহলে কেবলই জনগণ? কিন্তু ভোগ আর সহজপ্রাপ্তির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা প্রতিবাদহীন জনগণ যখন আপসকামিতাকেই বেঁচে থাকার সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ বলে গণ্য করে, তখন সেটি ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর কিংবা বঙ্গোপসাগর যাই হোক না কেন, এর চারপাশ যে ক্রমান্বয়ে অস্ত্র বিক্রেতা, পরাশক্তি ও

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর দখলে চলে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী! কিন্তু এসব দেশের জনগণের প্রকৃত ও আন্তরিক চাওয়া কখনোই তা ছিল না এবং এখনো তা নয়। তাহলে যেটি প্রকৃত চাওয়া, সেটি কি কিছুতেই রক্ষা পাবে না?

আবু তাহের খান : সাবেক পরিচালক, বিসিক

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023

X